ওহ জয় অতনুর, আজ দীপিকার পালা

টোকিও, ২৯ জুলাই : তাঁর হাতে দুটো আংটি। একটি অলিম্পিক রিংয়ের আদলে। অপরটি বিয়ের। দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক যে নিবিড় সেটা বৃহস্পতিবার ভালোই অনুভব করলেন বাংলার তিরন্দাজ অতনু দাস।

করোনা সতর্কতায় টোকিও অলিম্পিকের গ্যালারি এবার দর্শকহীন। তবে অতনুর জন্য গলা ফাটাতে একজন অন্তত ছিলেন। তিনি দীপিকা কুমারী। বিশ্বের একনম্বর মহিলা তিরন্দাজ। সেইসঙ্গে অতনুর স্ত্রী। বিশ্বের একনম্বর তিরন্দাজ টিম দক্ষিণ কোরিয়ার সেরা তারকা ওহ জিনহিয়েকের বিরুদ্ধে অতনুর লড়াই যত রুদ্ধশ্বাস পর্যায়ে পৌঁছোল ততই গ্যালারি থেকে গলা চড়ল 'সহধর্মিনী' দীপিকার। আর সেই 'লেডি-লাক'-এ ভর করে শুট অফে বাজিমাত করে গেলেন অতনু। এক পয়েন্টের ব্যবধানে লন্ডন অলিম্পিকের সোনাজয়ীকে ছিটকে জায়গা করে নিলেন দীপিকার পাশে, তিরন্দাজির ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে। শনিবার কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে বাঙালি তিরন্দাজের সামনে 'লোকাল বয়' তাকাহারু ফুরুকাওয়া।

টোকিওয় শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি অতনু-দীপিকার। মিক্সড টিম ইভেন্টে জুটি বেঁধে খেলার সুযোগ হাতছাড়া করেছেন তিরন্দাজ স্বামী-স্ত্রী। তবে গেমসে সময় যত গড়িয়েছে ছন্দে ফিরেছেন দুইজনে। দীপিকা আগেই ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টের প্রি-কোয়ার্টার নিশ্চিত করেছিলেন। শুক্রবার শেষ আটে ওঠার লড়াইয়ে তিনি নামছেন বিশ্বের আট নম্বর রাশিয়ার কেসেনিয়া পেরোভার বিরুদ্ধে। অলিম্পিকে তিরন্দাজির ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদক জয়ের ভরসা এখন অতনু-দীপিকাই।

এবারের অলিম্পিকে পুরুষদের টিম ইভেন্টে সোনাজয়ী ওহকে বৃহস্পতিবার ৬-৫ ব্যবধানে হারান অতনু। শুট অফে জিনহিয়েকের স্কোর ছিল ৯। অতনুর ১০। প্রথম রাউন্ডে চিনা তাইপের ডেং ইউ-চেংকে ৬-৪-এ হারান ভারতীয় তিরন্দাজ তারকা। তবে দিনের সেরা পারফরমেন্সটা তিনি করলেন লন্ডন অলিম্পিকে ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনাজয়ী জিনহিয়েকের বিরুদ্ধে। গতবার রিওতে শুট অফে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এবার চাকা উলটোদিকে ঘোরালেন অতনু। শুট অফ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'অসম্ভব চাপ অনুভব করছিলাম। মনঃসংযোগে যাতে চিঁড় না ধরে সেটাই শুধু লক্ষ্য ছিল। অলিম্পিকের প্রতিটি ম্যাচ এখন আমার কাছে ফাইনাল। শুট অফে জিনহিয়েক প্রথম শট নেবে, তা জানতাম। ও ৯ স্কোর করার পর নিজেকে বলেছিলাম, জেতার জায়গা করতে হবে। সেটাই হয়েছে। এই জয় খুব স্পেশাল।'

স্ত্রী দীপিকা যেভাবে পাশে থেকে উৎসাহ জুগিয়েছেন, তাতেও মুগ্ধ অতনু। তাঁর কথায়, 'দীপিকা সবসময় আমাকে উৎসাহিত করে গিয়েছে। আমাকে নিজের ওপর ভরসা রাখতে বলেছিল। ওর উপস্থিতি জিততে সাহায্য করেছে।' শুক্রবার পদকের স্বপ্ন উসকে দিতে নামছেন দীপিকা। একদিন পর অতনু। এমন অবস্থায় গোটা দেশের সমর্থন চান ভারতীয় তিরন্দাজি তারকা।

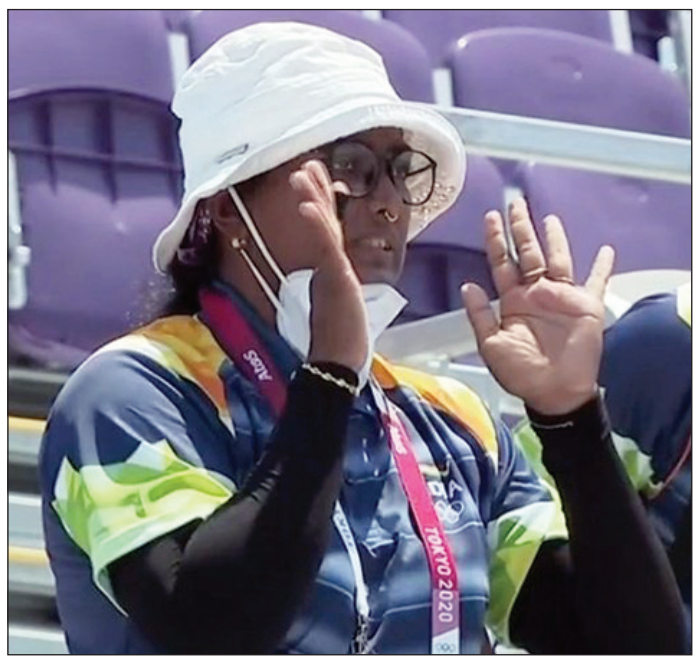

গ্যালারি থেকে টানা উৎসাহ দিয়ে গেলেন স্ত্রী দীপিকা কুমারী। শেষ শটে জয়ের পর উচ্ছ্বাস অতনু দাসের। বৃহস্পতিবার টোকিওয়। – টুইটার

বাইলসকে পরামর্শ শাস্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুলাই : সময় নাও সিমোনে বাইলস। তোমার কাছে সময় রয়েছে নিজেকে সামলে নেওয়ার। ফিরে এসো চ্যাম্পিয়নের মতো। কাউকে কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

বক্তার নাম রবি শাস্ত্রী। টিম ইন্ডিয়ার হেড স্যর আজ সোশ্যাল দুনিয়ার মাধ্যমে আচমকাই বাইলসের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে ভরসা দেওয়ার পাশে আগামীর পরামর্শও দিয়েছেন। চলতি টোকিও অলিম্পিকে জিমনাস্টিক্সের দুটি ইভেন্ট থেকে নাম সরিয়ে নিয়েছেন তিনি।

মানসিক অবসাদের কারণেই বাইলসের এমন সিদ্ধান্ত। যা নিয়ে ক্রীড়া বিশ্বে রীতিমতো হইচই চলছে। এমন অবস্থায় আজ বিরাট কোহলিদের কোচ শাস্ত্রী বাইলসের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। দিয়েছেন পরামর্শ। নিজের দীর্ঘ জীবনে শাস্ত্রীও এমন মানসিক অবসাদের সামনে পড়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে রবি আজ বলেছেন, 'সময় নাও সিমোনে। তোমার বয়স কম। ৪৮ ঘণ্টা হোক বা ৪৮ দিন, তুমি সময় নাও। আর ফিরে এসো চ্যাম্পিয়নের মতো। কাউকে কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন নেই।' বাইলসের মতোই জাপানি টেনিস তারকা নাওমি ওসাকারও পাশে দাঁড়িয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ।

অলিম্পিকে আজ ভারতের খেলা

তিরন্দাজি
দীপিকা কুমারী
মেয়েদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্ট
প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল
সকাল ৬টা
ফাইনাল
দুপুর ১.১৫ মিনিট

ব্যাডমিন্টন
পিভি সিন্ধু
মেয়েদের সিঙ্গলস
কোয়ার্টার ফাইনাল
দুপুর ১.১৫ মিনিট

বক্সিং
সিমরানজিৎ কাউর
মেয়েদের ৬০ কেজি
দ্বিতীয় রাউন্ড
সকাল ৮.১৮ মিনিট
লভলিনা বোরগোহেইন
মেয়েদের ৬৯ কেজি
কোয়ার্টার ফাইনাল
সকাল ৮.৪৮ মিনিট

হকি
ভারত বনাম আয়ারল্যান্ড
মেয়েদের গ্রুপ লিগ
সকাল ৮.১৫ মিনিট
ভারত বনাম জাপান
ছেলেদের গ্রুপ লিগ
দুপুর ৩টা

শুটিং
মনু ভাকের, রাহি সার্নোবত
মেয়েদের ২৫ মিটার পিস্তল কোয়ালিফিকেশন (র‍্যাপিড)
সকাল ৫.৩০ মিনিট
ফাইনাল
১০.৩০ মিনিট

অ্যাথলেটিক্স
ভোর ৫.৩০ মিনিট থেকে শুরু

পাখির চোখ

টোকিও, ২৯ জুলাই : পরের বছর এশিয়ান গেমসে পদক জয়কে পাখির চোখ করছেন রোয়ার্স অর্জুন লাল জাঠ এবং অরবিন্দ সিং। টোকিও অলিম্পিকের লাইটওয়েট ডবল স্কালসের ফাইনাল-বি ইভেন্টে ১১তম স্থানে শেষ করেন ভারতীয় জুটি। পরে অর্জুন বলেন, 'টোকিও অভিযান আমাদের শেষ। অনেক ইতিবাচক দিক নিয়ে ফিরছি। সেগুলি কাজে লাগিয়ে সামনের বছর এশিয়াডে পোডিয়াম ফিনিশ করাই আমাদের লক্ষ্য।'

বিদায় খোঁচা

টোকিও, ২৯ জুলাই : অলিম্পিক থেকে ছিটকে গিয়েছে আর্জেন্টিনা। তা নিয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে খোঁচা দিতে ছাড়লেন না ব্রাজিল দলের ফুটবলাররা। আর্জেন্টিনা ছিটকে গেলেও নকআউট নিশ্চিত করেছে সেলেকাওরা। সেই খুশির মাঝে আর্জেন্টিনার উদ্দেশে ব্রাজিলিয়ান তারকা ডগলাস লুইসের কটাক্ষ, 'গুডবাই, লিটল ব্রাদার্স।'

এক ম্যাচ জিতলেই পদক নিশ্চিত লভলিনার

মেরির বিদায়, কোয়ার্টারে সতীশ

স্বপ্ন শেষ। অসন্তুষ্ট বিচারকদের রায় নিয়ে। ম্যাচ হেরে কান্না এমসি মেরি কমের। –এএফপি

টোকিও, ২৯ জুলাই : তৃতীয় রাউন্ডের শেষে নিজের জোনে ফিরে যাওয়ার সময় তাঁকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল। হয়তো ভেবেছিলেন, ম্যাচের শেষ দুই রাউন্ডের লড়াইয়ের জোরে এবারের মতো কোনওক্রমে বেঁচে যাবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। তাই প্রাধান্য দেখিয়েও মেয়েদের ৫১ কেজি বিভাগে কলম্বিয়ার ইনগ্রিট ভ্যালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে ২-৩ ব্যবধানে দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে এবারের মতো অলিম্পিকে পদকের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল ভারতের তারকা বক্সার এমসি মেরি কমের। তবে মেরির বিদায়ের দিনে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন সতীশ কুমার।

বয়স যে তাঁর অনুকূলে নেই সেটা ভালো করেই জানেন ৩৮-এর মেরি। তাই গত ম্যাচের মতো এদিনও প্রথম রাউন্ডে কিছুটা ধীর চালে শুরু করেছিলেন ভারতের 'আয়রন লেডি।' সেটাই কাল হল ছয়বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বক্সারের। কেননা ভ্যালেন্সিয়ার গতির সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেননি মেরি। প্রথম রাউন্ডে পাঁচজন বিচারকের মধ্যে চারজন রিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী ভ্যালেন্সিয়ার পক্ষে রায় দেন। তবে পরবর্তী দুই রাউন্ডে চোয়ালচাপা লড়াই করলেন ২০১২ সালের অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী মেরি। দ্বিতীয় রাউন্ডে তিনজন বিচারক মেরিকে এগিয়ে রাখেন। ফলে বোঝাই যাচ্ছিল, তৃতীয় রাউন্ডটা নির্ণায়ক হতে চলেছে। ডিসাইডারেও তিনজন বিচারকের রায় নিজের দিকে পেয়েছিলেন মেরি। কিন্তু তিন রাউন্ড মিলিয়ে পয়েন্টের নিরিখে সার্বিকভাবে তিনজন বিচারককে পাশে পেয়ে যান ভ্যালেন্সিয়া। যা মেরির হারের প্রধান কারণ।

ভ্রু ফেটে রক্ত ঝড়ছে। তবুও জামাইকান প্রতিপক্ষকে কাবু করলেন সতীশ কুমার। বৃহস্পতিবার। – এএফপি

বিচারকদের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে মেরির মন্তব্য, 'দুর্ভাগ্যজনক ম্যাচ। দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত। বিচারকরা আগেই বলে দিয়েছিলেন ওঁরা কোনও প্রতিবাদ গ্রহণ করবেন না। ভেবে ছিলাম পদক জিতে ফিরব। কিন্তু আজ কোথায় ভুল হল বুঝতে পারছি না। এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ম্যাচটা হেরে গিয়েছি।' এরপর তাঁর সংযোজন, 'এই সিদ্ধান্তের অর্থ বুঝতে পারছি না। এই ২-৩ ব্যবধানের মানে কী? আন্তর্জাতিক টাস্ক ফোর্স কোথায় গেল? আমি নিজেই টাস্ক ফোর্সের সদস্য ছিলাম। আর আমার সঙ্গেই এটা হল! ম্যাচের পরও জানতাম আমি জিতেছি। ডোপ পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাওয়ার সময়ও তাই জানতাম। আমার কোচ (ছোটেলাল যাদব) বলার পর ভুল ভাঙে। আমার সঙ্গে অবিচার হল।' এবারের মতো অলিম্পিকের অভিযান শেষ হয়ে গেলেও এখনই অবসরের কথা ভাবছেন না 'ম্যাগনিফিসেন্ট মেরি।' ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, 'আমার শক্তি এখনও শেষ হয়ে যায়নি। বক্সিং চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমার রয়েছে। ইচ্ছাশক্তি থাকলে কিছুই অসম্ভব নয়।'

ছেলেদের ৯১ উর্ধ্ব কেজি বিভাগে দ্বিতীয় রাউন্ডে জামাইকার রিকার্ডো ব্রাউনকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করলেন সতীশ। ফলে পদক থেকে এক ম্যাচ দূরে দাঁড়িয়ে তিনি। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তানের বাখোদির জালোলভ। এদিন গোটা ম্যাচে বিপক্ষকে দাঁড়াতেই দেননি সতীশ। প্রথম রাউন্ডে পাঁচজন বিচারকই সতীশের পক্ষে রায় দেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে চারজন বিচারককে পাশে পেয়েছিলেন তিনি। তখনই ম্যাচের ভবিতব্য নিশ্চিত হয়ে যায়। তৃতীয় রাউন্ডেও চারজন বিচারকের সমর্থন নিয়ে শেষ আটে জায়গা পাকা করে ফেলেন সতীশ। শুক্রবার মেয়েদের ৬৯ কেজিতে কোয়ার্টার ফাইনালে নামছেন লভলিনা বোরগোহেইন। চাইনিজ তাইপের চেন নিয়েন-চিনের বিরুদ্ধে জিততে পারলে সেমিফাইনালে ওঠার সঙ্গে অন্তত ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করবেন তিনি।

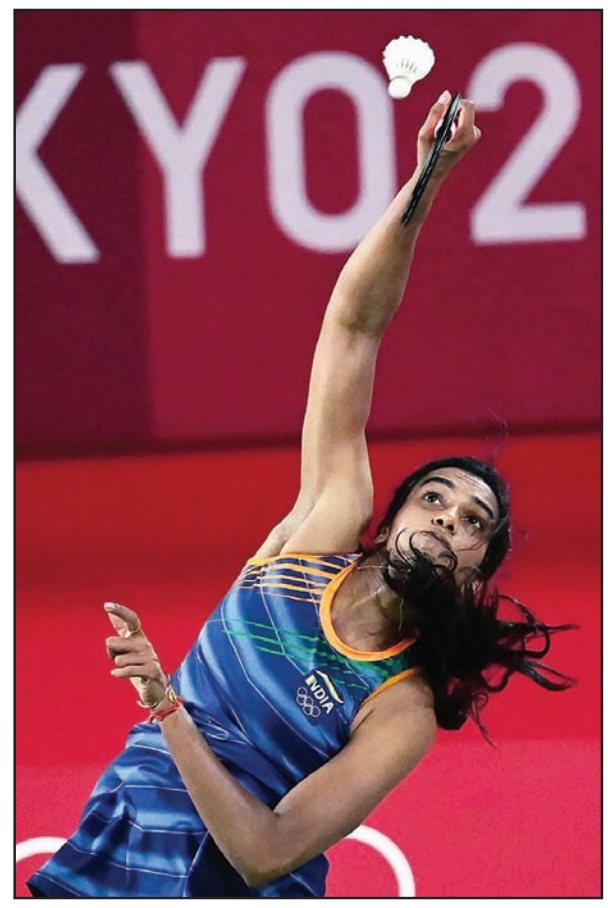

পিভি সিন্ধুর সেই বিখ্যাত স্ম্যাশ। বৃহস্পতিবার টোকিওয়। –এএফপি

শুটিংয়ে আশা মনুকে ঘিরে

শেষ আটে সিন্ধুর সামনে ইয়ামাগুচি

টোকিও, ২৯ জুলাই : টোকিও অলিম্পিকে অশ্বমেঘের ঘোড়া ছুটছে পিভি সিন্ধুর।

দুরন্ত জয়ে গেমসের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিলেন ভারতীয় শাটলার। হারালেন ডেনমার্কের মিয়া ব্লিচফিল্ডকে। ম্যাচের ফলাফল সিন্ধুর পক্ষে ২১-১৫, ২১-১৩। পদক জয়ের লক্ষ্য থেকে আর একধাপ দূরে সিন্ধু। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি খেলবেন জাপানের আকানে ইয়ামাগুচির বিরুদ্ধে।

জয়ের হ্যাটট্রিকে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে রয়েছেন রিও অলিম্পিকে রুপোজয়ী। মাত্র ৪১ মিনিটে ড্যানিশ প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিলেন তিনি। প্রথম সেটে সিন্ধুর বিরুদ্ধে তুল্যমূল্য লড়াই ছুঁড়ে দিয়েছিলেন মিয়া। তবে দ্বিতীয় সেটে প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতেই দেননি ভারতীয় শাটলার।

অলিম্পিকে আসার আগে নিজের ডিফেন্স নিয়ে যে খেটেছেন তার প্রমাণ সিন্ধুর অবিশ্বাস্য পারফরমেন্সে। কোর্টে আগের থেকে অনেক বেশি আগ্রাসী মনোভাব দেখা যাচ্ছে সিন্ধুর খেলায়। ম্যাচের পর তিনি বলেন, 'কোচের পরামর্শ মেনে নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করেছি। শুরু থেকে অগ্রগমন ধরে রাখার বিষয়ে নজর দিয়েছি। চেষ্টা করেছি ম্যাচ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে।' এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার অলিম্পিকের শেষ আটে নামতে চলেছেন সিন্ধু। বড় ম্যাচে নিজের স্বাভাবিক ছন্দ ধরে রাখাই লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। সিন্ধু বলেন, 'অলিম্পিকের প্রতিটি ম্যাচ আমার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমি এক একটা ম্যাচ ধরে এগোতে চাই। ম্যাচের প্রতিটি পয়েন্ট যাতে জিততে পারি, সেব্যাপারে ফোকাস করছি।'

ব্যাডমিন্টনের মতো শুটিংয়েও উজ্জ্বল ভারতীয়দের পারফরমেন্স। ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টের কোয়ালিফিকেশনের প্রেসিশন রাউন্ডে চেনা ছন্দে পাওয়া গেল মনু ভাকেরকে। প্রথম রাউন্ড শেষে তিনি শেষ করলেন পাঁচ নম্বরে। ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে ব্যর্থতার পর প্রশ্নের মুখে পড়েছিল ভারতীয় শুটারদের পারফরমেন্স।

বৃহস্পতিবার সেই ব্যর্থতা ঝেরে ফেলে চেনা মেজাজে ফিরলেন মনু। প্রেসিশন রাউন্ডে তাঁর শট ৫৯২। তবে ব্যর্থ হলেন বিশ্বের দুই নম্বর রাহি সরনোবত। প্রেসিশন রাউন্ডে তিন সিরিজে তাঁর সংগ্রহ ৯৮৭। ৪৪ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ২৫তম স্থানে শেষ করেন রাহি। শুক্রবার ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টের যোগ্যতাঅর্জন পর্বের র‍্যাপিড রাউন্ডে নামছেন মনু ও রাহি। প্রেসিশন ও র‍্যাপিড রাউন্ড মিলিয়ে সেরা আট অংশ নেবেন ফাইনালে।

প্যারিসে পদকের রং বদলের স্বপ্ন মীরার

ইম্ফল, ২৯ জুলাই : রিও অলিম্পিক থেকে টোকিও গেমস- পাঁচ বছরে ব্যর্থতার অতল থেকে সাফল্যের শিখর দেখে ফেলেছেন মীরাবাই চানু।

বছর ২৬-এর মণিপুরি ভারোত্তোলক রুপোতেই থামতে নারাজ। এখন থেকেই তিন বছর পরের প্যারিস অলিম্পিকের ব্লুপ্রিন্ট সাজাচ্ছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্রেনিংয়ে ফিরতে চাই। রুপো জয়ের জন্য পাঁচ বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। সেখানে পরের অলিম্পিকে সোনা জিততে গেলে মাত্র তিন বছর প্রস্তুতির সুযোগ পাব। কাজটা কঠিন। সময়ও অল্প। তবে যে কোনও চ্যালেঞ্জ উপভোগ করি। প্যারিসে পদকের রং বদলই লক্ষ্য।'

টোকিও থেকে পদক জেতার পর সারা ভারতের চোখ এখন মীরাবাইয়ের দিকে। এমসি মেরি কমের মতো তাঁর বায়োপিক তৈরি নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে বলিউডের নামজাদা পরিচালকদের। সেদিকে অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই চানুর। তাঁর ফোকাসে এখন শুধুই ট্রেনিং আর প্যারিস অলিম্পিকে সোনা জয়ের স্বপ্ন। তিনি বলেছেন, 'রিও অলিম্পিকের সময়ও পদক জয়ের প্রত্যাশা ছিল। তবে প্রথম অলিম্পিক বলে হয়তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সেই হারের ধাক্কা সামলাতে সময় লেগেছিল। অনেকদিন ভালো করে খেতে পারিনি। কোচ বিজয় শর্মা সেই সময় আমায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। ধীরে ধীরে ছন্দ খুঁজে পেয়েছি। তাই টোকিওয় রুপো জয় আমার কাছে স্বপ্নের মতো। দিল্লি থেকে ইম্ফল আসার পথে মানুষের মধ্যে উন্মাদনা আমায় অবাক করেছে। এখনও যেন স্বপ্নের মধ্যেই রয়েছি।'

নিজেকে শুধু মণিপুরের মেয়ে নয়, ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে দেখতে পছন্দ করেন মীরাবাই। উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষরা যে দেশের মূলস্রোত থেকে বঞ্চিত, অবহেলিত তা স্পষ্ট চানুর কথায়। তিনি বলেছেন, 'অনেকে আমাদের ভারতীয় বলে মনেই করেন না। মণিপুর ঠিক কোথায় তাঁরা জানেন না। এই ধরনের বৈষম্য আরও ভালো খেলতে উদ্বুদ্ধ করে। মণিপুরের গরিমাকে সারাদেশের সামনে তুলে ধরার বাড়তি তাগিদ অনুভব করি।' এতকিছুর মাঝেও চানুর চোখ প্যারিস অলিম্পিকে। আরও একটা নতুন মঞ্চ, নতুন লড়াই। সেই নতুন ভোরের স্বপ্নে বিভোর মীরাবাই মিরাকল চানু।

রিওর সেরাদের হারিয়ে কোয়ার্টারে মনপ্রীতরা

টোকিও, ২৯ জুলাই : অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৭ গোল খাওয়ার পর ভারতের পুরুষ হকি দলকে নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছিল। স্পেনকে ৩-০ গোলে হারিয়ে সেই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠে তারা। আর বৃহস্পতিবার রিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী আর্জেন্টিনাকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন মনপ্রীত সিংরা। যেখানে দুই মিনিটে জোড়া গোল গ্রাহাম রিড ব্রিগেডের ভাগ্য গড়ে দেয়। ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে প্রথমবার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের হারিয়েছিল ভারত। ৫৭ বছর পর আবার টোকিওতেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাল তারা।

স্পেনের বিরুদ্ধে জয় ছিল প্রত্যাবর্তনের লড়াই। সেই ম্যাচের আত্মবিশ্বাসই বৃহস্পতিবার হরমনপ্রীত সিংদের জয়ে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। প্রথমার্ধে গোল না এলেও ৬০ শতাংশ বল পজেশনে ম্যাচের রাশ রেখেছিল ভারত। তৃতীয় কোয়ার্টারের শেষদিকে ম্যাচের প্রথম গোল আসে। ৪৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ভারতকে এগিয়ে দেন বরুণ কুমার। তবে আগের মিনিটেই করমর্দন দূরত্ব থেকে ম্যাথিয়াস রে-র শট অভিজ্ঞ পিআর শ্রীজেশ সেভ না করলে পিছিয়ে পড়ত ভারত। এই কোয়ার্টারে ভারত একাধিক পেনাল্টি কর্নার পেলেও একের বেশি গোল করতে পারেনি। যা চতুর্থ কোয়ার্টারের শুরুতে রিডের ছেলেদের সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল।

৪৮ মিনিটে নিজেদের প্রথম পেনাল্টি কর্নার থেকে সমতা ফেরায় আর্জেন্টিনা। এরপর স্বাভাবিকভাবেই চাপ বাড়িয়েছিল রিওর চ্যাম্পিয়নরা। কিন্তু ভারতীয় ডিফেন্সকে টলানো যায়নি। বরং ৫৮ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে বিবেক প্রসাদ ২-১ করেন। পরের মিনিটেই আবার পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। হরমনপ্রীত কোনও ভুল না করে দলকে শেষ আটের টিকিট এনে দেন। ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এ'-তে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। ফলে শুক্রবার জাপানের বিরুদ্ধে নিয়মরক্ষার ম্যাচে রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে নেওয়ার সুযোগ পাবেন রিড।

এদিকে, কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে শুক্রবার নামছে ভারতীয় মহিলা হকি দল। তাদের প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড। নকআউটে উঠতে গেলে এই ম্যাচ জিততেই হবে রানি রামপালদের।

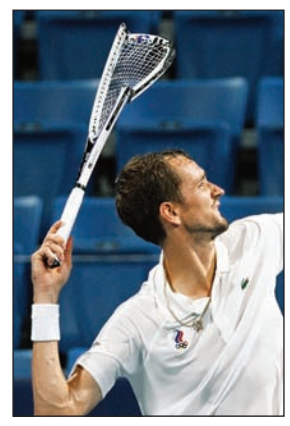

সেমিফাইনালে উঠে কোর্ট ছুঁলেন জকোভিচ। বিদায় নিয়ে র‍্যাকেট ভাঙলেন ড্যানিল মেদভেদেভ।

অলিম্পিকের পদক তালিকা

দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
চিন	১৫	৭	৯	৩১
জাপান	১৫	৪	৬	২৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৪	১৪	১০	৩৮
ভারত	০	১	০	১

সপ্তম দিনের শেষে ভারত ৪৬ নম্বরে